**খাদিজা আক্তার**

# অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের যুগপৎ সম্মিলন

আব্দুর রউফ চৌধুরীর অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের যুগপৎ সম্মিলন ঘটেছে আলোচ্য গ্রন্থে। মুখ্য ও গৌণ এমনি অসংখ্য চরিত্রের মানসিক টানাপোড়নের মধ্য দিয়ে গ্রন্থটি তিনটি খণ্ডে আঠারোটি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। প্রথাগত ধারা উর্ধ্বে না বিয়োগান্তক না মিলনান্তক পরিসমাপ্তি পাঠককে উদ্বুদ্ধ করে এক নতুন চেতনায় উদ্দীপ্ত হতে। ১৯৬৮-৬৯ সালের ঘটনার বিবরণ সম্বলিত বাঙালীর অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়াস নিসৃত নতুন কিছু সৃষ্টির উদ্দীপনায় স্বতঃস্ফূর্ত। শাসকের ক্রমাগত শোষন, আর্থ-সামাজিক ভঙ্গুর অবস্থা বাঙালীকে প্রতিবাদমুখর করে তোলে। গ্রন্থের প্রারম্ভে ভুট্টোর প্রকৃতির রূপ অবলোকন, মরতুজা ভবনের উল্লেখে পাকিস্তানি আবহাওয়া ও জীবনধারার বর্ণনচিত্র গ্রন্থকারের লেখনীর মুন্সিয়ানার গুণে অনন্যতা পেয়েছে। গ্রন্থের অন্যতম প্রধান চরিত্র জুলফিকার আলী ভুট্টোর ভোগবাদী, নিম্নস্তর থেকে উঠে আসা শূদ্র মায়ের সন্তান হিসেবে, পিতার সংগ্রাম মুখর জীবন প্রত্যক্ষ ও আত্মস্থ করেন। ফলে চলার পথের কন্টকাকীর্ণ গতিপথ তাঁর ভালই জানা আছে। পিতা ও প্রপিতামহের 'বক্স' ও 'মরতুজা' পদবী বিসর্জন দিয়ে 'ভুট্টো' উপাধি গ্রহণ করেন। উচ্চাভিলাষী ভুট্টো জমিদারী বৃদ্ধির জন্য বয়সে বড় আমীর বেগমকে শাদি করেন। দ্বিতীয়, তৃতীয় স্ত্রীর দ্বারা অতৃপ্ত ভুট্টো পরস্ত্রী সুরাইয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়। গ্রন্থের শেষাংশে রোকসানার প্রতি আসক্তি ভুট্টো চরিত্রটিকে চিরন্তন ভোগবাদী সামন্তবাদীতাকে নির্দেশ করে। কখনও ভুট্টো নিজের মধ্যে দাদা গোলাম মরতুজার সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজে পায়, দাদার নৃশংসতা, খেয়ালী মনোভাব গর্ভবতীর পেট চিরে অনাগত সন্তানের অবস্থান জানা, বংশ পরম্পরায় এই উগ্রতার বীজ ভুট্টো শিক্ষাচাবুক ও রাজনৈতিক-অভিলাষ দ্বারা সংযত করে রাখে। ভুট্টোর কুটকৌশলের কাছে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানও শিশুতুল্য, স্থির সিদ্ধান্তে কার্য হাসিলে ভুট্টো একনিষ্ঠরাও, সাকী তার ক্ষমতালাভের বাসনাকে আরও তীব্রতর করে। আবদুল্লা খুড়োর সঙ্গে কথোপকথন, পাতৌদির সঙ্গে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনায় ভুট্টোর উচ্চাভিলাসী মনোভাবই স্পষ্ট। পরবর্তীতে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে কথোপকথনে ভুট্টো নিজের অবস্থান সম্পর্কে মুহূর্তের জন্য বিস্মিত হয় না। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে উন্নতির সোপানে উত্তরণে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে সীমান্ত গান্ধী, গাফফার খান ও মজলুম নেতা ভাসানীর অবস্থানগত মৌলিকতা সম্পর্কে সন্দিহান। অন্যদিকে শেখ মুজিবুর রহমানের খাঁটি বাঙালিত্ব ভুট্টোর আশা পূরণে প্রধান অন্তরায় স্বরূপ।

ভুট্টোর প্রতি নায়কী অবস্থানের পাশে প্রধান বা নায়ক চরিত্র হিসাবে নাসিম আহমদকে পাই, এ চরিত্রের আবির্ভাব গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছদ থেকে। রেলগাড়িতে অসহায় যুবতী বউটির প্রতি সহমর্মিতা মনোভাব নাসিম চরিত্রের বিশেষ ধারাকে নির্দেশ করে। চারু মজুমদার ও সিরাজ সিকদার এর সাম্যবাদী মতাদর্শে দীক্ষিত। ব্যক্তি বিশেষের বিকাশের বর্তমান সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন আনয়নে নাসিম দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যৌবনে অমানবিক নির্যাতন সহ্য করা, পরবর্তীতে সর্বসহা নাসিম চরিত্রটি বেশি প্রথাগত। সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণে নাসিম চরিত্রটি আত্মত্যাগে সমুজ্জল। ফারুক, পাভেজ, যতীন প্রভৃতি চরিত্র সাম্যবাদী চেতনায় দীক্ষিত। করাচিতে 'ওয়ার্কাস ফ্রেন্ডস ক্লাব'-এর পরিবেশ বর্ণনায় ফুটে ওঠে জনচক্ষুর অন্তরালে আদর্শনিষ্ঠ, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তরুণদের আত্মত্যাগের কথা।

পাতৌদিকে হত্যার দায়িত্ব গ্রহণ এবং দু-দুবার ব্যর্থতার কারণে গ্রন্থকার সুকৌশলে নাসিমের অতীত জীবন সম্পর্কে পাঠককে অবহিত করেন। গ্রন্থের শেষাংশে ফাঁসির মঞ্চে রোকসানার সহায়তায় পলায়নের মাধ্যমে গ্রন্থকার নতুন আশারি আলো দেখান। নাসিম চরিত্রের অতীত, বর্তমান বিশ্লেষণে নাহিদা চরিত্রটি গুরুত্ববহ, পিতা নবাব জং-এর মুর্শিদাবাদী আভিজাত্যের প্রতি অহংবোধ কন্যা নাহিদা দোজবর ভুট্টোকে

স্বামীরূপে গ্রহণে বাধ্য হয়, এবং পরবর্তীতে ভুট্টোর অবহেলা নাহিদার মনে অভিমান সঞ্চার করে। নাহিদা ক্ষুব্ধ হৃদয়ে ভোগবিলাসে নিজেকে সমর্পন করে। নাহিদার কন্যা নাসিমা সমাজের দৃষ্টিতে ভুট্টোর কন্যা বলে পরিচিত হলেও গ্রন্থকার ইঙ্গিতে যেন বোঝাতে চান নাসিমা বিপ্লবী নাসিমের ঔরসজাত সন্তান। আর তাই অসুস্থ নাসিমাকে দেখে নাসিম আত্মীকঠান অনুভব করে। নাসিমা পিতার মতই আত্মসচেতন, প্রতিবাদী, আন্নির দুর্দশাদৃষ্টে পিতা ভুট্টোর কাছে বক্তব্য উপস্থাপনে সোচ্চার। অন্যদিকে নাসিমা মাতৃস্নেহবঞ্চিত বলে রোকসানার স্নেহপরায়নতায় অবিভূত। আর ভুট্টোর তৃতীয় স্ত্রী– দৈনিক সৌন্দর্যমণ্ডিত অসহায় নারী চরিত্র বিশেষ।

রাজনৈতিক কুটকৌশলে কাশ্মীর লাভে পাকিস্তানের সঙ্গে ইন্ডিয়ার সম্পর্ক স্থাপন, কখনও আফগানিস্তান দখলের প্রচেষ্টা, আবার কখনও রাশিয়া, আমেরিকার সঙ্গে পাকিস্তানের বন্ধুত্ব মূলত ইণ্ডিয়াকে দমন করার জন্য। একদিকে স্বার্থসিদ্ধি অন্যদিকে প্রতিবেশী দেশকে দমনের প্রচেষ্টা। শোষণের ক্ষেত্রে ধর্মের খোলসে পরকালের চেতনা জাগ্রত করে ইহকাল চেতনাকে দুর্বল করে দেয়। আর কৌশলরূপে কখনও আরবী হরফে বাংলাভাষা শেখা, কখনও মাদ্রাসা শিক্ষার বহুল প্রচার, কখনও পাঁচ মিলিয়ন বাঙালীকে সিন্ধু বেলুচিস্তানে বসতি স্থাপনের মাধ্যমে প্রয়োজনে এদের জিম্মিরূপে ব্যবহার করা যায়।

দ্বিতীয়বার জেল থেকে ছাড়া পেয়ে নাসিম পশ্চিমবঙ্গে এসে গঠন করে নকশালবাদীদের সমন্বয়ে এক শক্তিশালী তৃণমূল বিপ্লবকর্মী সংগঠন। নতুন জীবন-দর্শনে উদ্বুদ্ধ হয়, 'মরণ নয় মার'। পুলিশ অফিসার হত্যায় দীর্ঘদিন ত্রিপুরায় আত্মগোপন করে থাকা, ব্যক্তিজীবনে নাসিম, যৌবনের উচ্চাসময় নির্বাস আহরণ করে ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটায়। নাসিমের হৃদয়ে অনুভূত হয় সমষ্টির জন্য ভালবাসা; আর নাসিমের ক্ষোভ, ঘৃণা, শোষণযন্ত্রের ধারক ও তাদের রীতিপদ্ধতির প্রতি।

অজ্ঞাত আততায়ীর আক্রমণে ভীত পাতৌদী আত্মগোপন করে, সিন্ধু হোটেলে, যদিও দ্বিতীয়বার পাতৌদী রক্ষা পায় ভুট্টোর সময় উপযোগী পদক্ষেপের কারণে। নাসিম বিভোর বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায়, যা কল্পনার রঙে অঙ্কিত হয় নাসিমের নতুন দিগন্তের লালিমা। তাই নাসিমের মতো কাউকে না-কাউকে নতুন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নতুন সংগ্রামের প্রস্তুতি নিতেই হয়।

রোকসানা চরিত্রে ব্যক্তিত্বের স্বরূপ বুঝা যায় গ্রন্থের একটি উক্তিদ্বারা 'শাহী হারেমে লোক বেহেশতের পরিবেশে দিনের পর দিন সুখের ভান করে অভিনয় করা আত্মসচেতন নারীর পক্ষে দুর্বিষহ।' ভুট্টোর বাসনার অন্ধকোপে রোকসানা নিজেকে নিক্ষেপ করে মুলতঃ দেশমাতৃকার মঙ্গলের জন্য। কর্মক্ষেত্রে অন্যায়ের প্রতিবাদ স্বরূপ চাকুরি থেকে ইস্তফা দেয়া, নারীমুক্তি আন্দোলনে সোচ্চার কণ্ঠ রোকসানার, নাসিমের প্রতি বন্ধুসুলভ রোকসানা চরিত্রের বহুমার্ত্রিকতাকে নির্দেশ করে।

গ্রন্থকার ধর্মীয় বিষয়ের ব্যাখ্যায় নিরপেক্ষ, সত্যভাষণে স্বতঃস্ফুর্ত, ইসলামধর্মের একাদিক বিয়ে, হিন্দুধর্মের পুরোহিতশ্রেণীর নারীলোলুপ মনোভাব, খ্রিস্টানধর্মের সীমবদ্ধতা প্রকারন্তে মানুষ স্ব-স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহারের প্রবণতা, এমনকি ধর্মবিশ্বাসের বৃত্তে আত্মগোপন উচ্চশ্রেণীর মনোভাব শোষণমূলক। জমিদারের শোষণ রায়তপ্রজার মেয়েদের প্রতি, জমিদারের হারেমে তাদের যথেচ্ছব্যবহার, বিয়ের প্রথমরাতে কৃষকবধুকে জমিদারের সঙ্গে রাত্রিযাপন বাধ্যতামূলক, তারা সিন্ধুদেশের গুটিকয়েক জমিদারের করতলগত। ভুট্টোর জমিদারীর আবাসে দাসীদের (যেমন, আন্নী) যথেচ্ছ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করে।

উপন্যাসের প্রথাগত গঠনরীতির ধারায় আলোচ্যগ্রন্থটি প্রযোজ্য নয়, যদিও গ্রন্থকার আলোচ্য বইটি রচনার পশ্চাতে কল্পনার ও বাস্তব অভিজ্ঞতাজাত বোধে চরিত্রগুলোকে সহ-অবস্থানে রেখে নিজবক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। গ্রন্থে গদ্যভাষার রীতির সঙ্গে বর্ণনাধর্মীতার প্রবণতা আছে, মূলতঃ ১৭৪০ সালের 'পামেলা'

উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে যে পথচলা, বিংশশতাব্দীতে এসে প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্যের উপন্যাসের ফর্ম নিয়েছে এ-উন্যাসে নতুনমাত্রায়। ভাষারীতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেশীয় ভাষা ব্যবহারের প্রবণতা অধিক। গ্রন্থকারের ভাষায় চরিত্রসমূহ কথা বলে। গ্রন্থের শুরুতে বঙ্কিমিভাষার ব্যবহার ভুট্টোর আভিজাত্যবোধ, পরিশীলিত ভাষায় ব্যক্ত হয়। পাতৌদি, আব্দুল্লাহ খুরো, ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে বাক্যালাপে শব্দপ্রয়োগে চাতুর্য লক্ষণীয়। তেমনি নাসিমের ভাঙা ভাঙা উর্দু ভাষার ব্যবহার, অন্তর ও লাল-ফিতেওয়ালিনীর ব্যবহৃত ভাষারীতি অন্ত্যজশ্রেণীর ভাষারীতিকে অনুসরণ করে।

আলোচ্য গ্রন্থে উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পর্যায়ের চরিত্রসমূহ অঙ্কন করেছেন এদেশীয় প্রেক্ষাপটের আলোকে। একেকটি চরিত্র একেকরূপে পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী ফুটে ওঠে, যেন ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে এসে চরিত্রসমূহ ঠাঁই নিয়েছে আশ্চর্য স্বকীয়তায়। নাসিমের স্বল্পভাষী, সংযমী আচরণ তার চরিত্রের ধারার অন্তর্ভূক্ত, ভুট্টোর অবস্থান পরিবেশ ও পরিস্থিতি মোতাবেক বিকশিত; অন্যদিকে আকরাম, খোদেজা বেগম– এদের মাধ্যমে পাকিস্তানের সাধারণ জীবন প্রকাশ পায়। তেমনি ভুট্টোর অনুগত নূর পরিচরের মধ্যস্বত্ব সুবিধাভোগীরূপে ফুটে ওঠে। গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে পরিত্যাক্ত, সন্তানসম্ভবা আন্নীর মনোভাব প্রকাশে– মালির বাইর-উদ্যানে ভেজাকাঠ পোড়া ধোয়া ধূর্মকুণ্ডলী পাকিয়ে ভুট্টোর পদতলে পাক-খাওয়া চিত্ররূপটি আন্নীর প্রতি ভুট্টোর অবহেলার অবিচারই নির্দেশ করে।

'মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য মানব উদ্দেশ্যে' উৎসর্গীকৃত এ গ্রন্থে নাসিম চরিত্রের মাধ্যমে নুতন জগৎ সৃষ্টির আত্মপ্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। পর পর তিনবার ব্যর্থ হলেও নাসিম আশাহত নয়। তার পলায়নের মাধ্যমে গ্রন্থকার যেন আমদের আশার বাণী শোনান। আজ বিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসেও মানুষ মানুষকে শোষণ করে, নির্যাতন করে নির্লজ্জের মতো। গ্রন্থকার সচেতন মনোভাব দ্বারা চালিত হয়ে সৃষ্টি করেছেন ভুট্টোর মতো ভোগবাদী, সামন্তশ্রেণীর প্রতিনিধিকে। আর বিপরীতে নাসিম, রোকসানা– যাঁরা যুগে যুগে আবির্ভূত হবে নতুন দিনের স্বপ্নকে উজ্জীবিত করার প্রয়াস নিয়ে।